# আ'লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

## প্রধান উপদেষ্টাকে বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার কর্মসূচি থেকে শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেও এ-সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

বৃহস্পতিবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ড. ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে দলটির নেতৃত্বের মধ্যে হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের দেশের আদালতে বিচার করা হবে। তাঁর এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। গতকালও দিনভর বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে।

এর মধ্যে বাদ জুমা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ মিছিল ও সমাবেশ করে। গ্রন্থাগারের সামনে সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব জাহিদ আহসান বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে আরেকটি গণহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারি না। নামে-বেনামে যেখান থেকেই আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে, তা প্রতিরোধে সংগ্রাম চলবে।' সংগঠনের মুখপাত্র আশরেফা খাতুন বলেন, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকব।'

এ দাবির পাশাপাশি যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে ইনকিলাব মঞ্চ। রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে সংগঠনের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদী বলেন, 'আওয়ামী লীগ ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় এসে ২ হাজার শহীদের মা-বাবা, ভাইবোন ও ৫০ হাজার আহতের প্রত্যেককে ধরে কচুকাটা করবে। শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের বাঁচাতে রক্ত থাকতে দলটিকে পুনর্বাসন করতে দেব না।'

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে বিকেলে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে সমাবেশ করে। এতে শিক্ষার্থী শাহেদ ইমন বলেন, 'জুলাইয়ে কোটি জনতা আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে। হাসিনাকে ফাঁসিতে না ঝুলানো পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।'

রাবি প্রতিনিধি জানান, বাদ জুমা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক হয়ে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক ঘুরে তালাইমারী মোড়ে সমাবেশ করে। এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজীব বলেন, 'আওয়ামী লীগকে নাৎসি পার্টি হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

ইবি প্রতিনিধি জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি হয়। এতে ইবির সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, 'আওয়ামী লীগকে আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

বেরোবি প্রতিনিধি জানান, শিক্ষার্থীদের সমাবেশে জাহিদ হাসান জয় বলেন, 'বাংলার জমিনে এখন হাজার হাজার হাসনাত আবদুল্লাহ তৈরি হয়েছে। মানুষ আবু সাঈদের মতো জীবন দিতে প্রস্তুত। জুলাই বিপ্লব ব্যর্থ হতে দেব না।'

জাবি প্রতিনিধি জানান, বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটক সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সমাবেশ করেন। এতে বক্তৃতা করেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষার্থী জিয়াউদ্দিন আয়ান, আবদুর রশিদ জিতু প্রমুখ।

সমকাল